নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ মূল্যায়ন, পাইলটিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা

উপজাতী জনগণের কাঠামো

মার্চ ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)

বিদ্যুৎ বিভাগ

শব্দ সংৰেপ

সিবিও	কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা
সিএইচটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপের আলোচনা
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
জিআর	অভিযোগ প্রতিকার
জিআরএম	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা
ওএম	অপারেশন ম্যানুয়াল
ওপি	পরিচালন নীতি
পিএমইউ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
পিও	প্রোগ্রাম অফিসার
আরএপি	পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা
এসআইপি	সামাজিক অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা
এসএমএফ	সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো
টিপি	উপজাতীয় লোকজন
টিপিপি	উপজাতীয় লোকজন পরিকল্পনা

সূচিপত্র

শব্দ সংক্ষেপ	১
১. পটভূমি:	৩
২. প্রকল্পের অংশ, উদ্দেশ্য এবং এলএআর আইআর এর ওপর প্রভাব	৪
৩. উপজাতীয় জনগণের সংজ্ঞা	৬
৪. প্রকল্প প্রভাব:	৭
৫. প্রতিকার ব্যবস্থা:	৭
৬. ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া:	৮
৭. ভিত্তি রেখা শর্তাবলী:	৮
৮. জাতিগত গোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ:	৯
৯. সক্ষমতা গড়ে তোলা	৯
১০. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	১০
১১. মনিটরিং ও রিপোর্টিং	১০
১২. বিশেষ ব্যবস্থা	১০
১৩. টিপিএফ এবং টিপিপি প্রকাশ	১১
পরিশিষ্ট -১: জাতিগত গোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সমীক্ষা	১২

সারণী তালিকা

টেবিল ০১: বাংলাদেশে আদিবাসীদের অবস্থান	৬
টেবিল ০২: টিপিপি এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা	১২

১। পটভূমি:

উপজাতি জনসাধারণের কাঠামো (টিপিএফ) উপজাতি জনগোষ্ঠীর যে কোন বিবেচিত সামাজিক সুরক্ষার বিষয় ও সমস্যার এবং অন্যান্য প্রভাব যা নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ মূল্যায়ন, পাইলটিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দেখা দিতে পারে তা সমাধান করবে। আশা করা হচ্ছে প্রকল্পটি কোন উপজাতি জনগণ এবং সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করবে না। এই প্রকল্পের অধীনে কয়েকটি কারিগরি সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, এই প্রকল্পে ওপি ৪.১০ পরিস্থিতি দেখা দিবে না। প্রকল্পের অবস্থানগুলো এখনো চিহ্নিত করা হয়নি বলে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই কাঠামোটি উপজাতি জনগণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। এই কাঠামোর আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্বেই সামাজিক উন্নয়নের উদ্বেগগুলো সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে প্রকল্পটি তার কাজের আওতার মধ্যেই সেগুলোর সমাধান করতে পারে।

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সকল নাগরিকদের জন্য সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিদ্যুৎ সুবিধা লাভের পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য সরকার বিদ্যুৎ সংরক্ষণ ও অযৌক্তিক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি সরবরাহের বিকল্প অনুসন্ধানের জন্য একটি জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেছে। সরকারের নীতিমালা হলো বিদ্যুৎকে একটি বেসরকারি ভালো উদ্যোগ হিসাবে ব্যবহার করা, যাতে তার মূল্যে উৎপাদন খরচ প্রতিফলিত হয় এবং বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে যথাযথ আয় হয়। অনুরূপভাবে, সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংস্কার হচ্ছে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে বিদ্যুতের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করা। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য যথাযথ সংবেদনশীল কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে পুন:নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত নীতির সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। বর্তমান এই পরিস্থিতিতে সম্পদ মূল্যায়ন, পাইলটিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের উন্নয়নে কার্যকর হবে। সম্পদ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবহারের জন্যও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প অর্থায়ন নীতির প্রেক্ষাপটে টিপিএফের বিধানগুলোতে এ প্রস্তাব করা হয়েছে যে, স্রেডা প্রকল্প প্রণয়নকালে সম্ভাব্য সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক সমস্যা ও প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করবে। প্রকল্পের স্থান সনাক্তকরণের সময় স্রেডা উপজাতি লোকদের দখলকৃত কোন ভূমি বা উপজাতি গোষ্ঠীর ওপর পরোক্ষ প্রভাব এড়ানোর চেষ্টা করবে। এই ক্ষেত্রে, যেহেতু এসব অবস্থান, প্রকৃতি ও সুরক্ষার প্রভাবের মাত্রা মূল্যায়ন করা বাকি রয়েছে, তাই টিপিএফ-এ বিবেচিত বিষয় ও প্রভাবগুলো হচ্ছে, মূলত প্রকল্পের প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর অতীত অভিজ্ঞতা। একবার প্রকল্প এলাকার প্রশাসনিক সীমানা (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ইত্যাদি) পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হলে, প্রস্তাবিত টিপিএফ সঠিক এলাকা নির্বাচন, সামাজিক সুরক্ষা বিষয় ও প্রভাব মূল্যায়ন এবং কোনও প্রকল্পের প্রতিকুল প্রভাব হ্রাস করার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে স্রেডা । বিশ্বব্যাংক পরিচালন নীতি ৪.১০ এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও স্থাবর সম্পত্তি আইন-২০১৭ এর অধিগ্রহণ বিধি অনুযায়ী এই কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য পৃথক ইএসএমএফ এবং আরপিএফ প্রণয়ন এবং অনুরূপ বিশ্বব্যাংক নীতি এবং বাংলাদেশ সরকারের ভূমি আইন-২০১৭ অনুসরণ করা হয়েছে।

২. প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ, উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে পুন:নবায়নযোগ্য জ্বালানির যথাযথ সম্পদ মূল্যায়ন করা, নতুন প্রযুক্তির কিছু প্রকল্প পরিচালনা করা যা বিনিয়োগকারীদের জন্য মডেল হতে পারে, পুন:নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের প্রযুক্তিগত দক্ষতা গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশে পুন:নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর সমীক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পাদন করা। প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ এবং সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে সম্ভাব্য প্রকল্প হস্তক্ষেপ নীচে দেয়া হয়েছে:

সারণী ১: প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ এবং উদ্দেশ্য

প্রকল্পের অংশ	*প্রকল্প হস্তক্ষেপ ও সম্ভাব্য প্রভাব*
নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ মূল্যায়ন	উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তিনটি বায়ু খুঁটি স্থাপন করা হবে এবং এ কাজের জন্য প্রায় ৬৫ শতাংশ ভূমি প্রয়োজন হবে। জমিটি ইজারা নেয়া হবে অথবা সংশ্লিষ্ট ডিসি ৩ বছরের জন্য দখল গ্রহণ করবেন। ভূমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হবে না। প্রকল্পের অবস্থান হবে সম্ভবত চর এলাকায় যেখানে

	৩ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে কোন আবাসিক বা বাণিজ্যিক স্থাপনা নেই। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত এলাকায় টিপি'র কোন উপস্থিতি নেই।
সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন এবং পুন:নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক পরিচালনা	নতুন কসাইখানা নির্মান করা হবে এবং ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। প্রকল্পটি সরকারি জমি অধিগ্রহনের চেষ্টা করবে। আশেপাশের মানুষ দূষণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কমিউনিটির লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন হতে পারে। সরকারি জমি নির্বাচিত হলে, অবৈধ দখলদারদের উপস্থিতি থাকতে পারে। জীবিকার ওপর প্রভাব সাবধানে চিহ্নিত করতে হবে। জেন্ডার ইস্যুর ওপর আলোকপাত করার প্রয়োজন হবে।
ছাদে পিভি'র জন্য ব্যবসা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সচেতনতা	পিভি স্থাপনের জন্য ছাদ ব্যবহার করা হবে বলে ভূমি অধিগ্রহণের কোন সমস্যা নেই। পরামর্শ এবং জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। জেণ্ডার ইস্যুও বিবেচনা করতে হবে। ছাদের মালিকদের জন্য সচেতনতা অপরিহার্য। একটি ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।
ইউটিলিটি-স্কেলে পুন:নবায়নযোগ্য জ্বালানি পার্ক তৈরী	২০০ একরের বেশি জমি প্রয়োজন। অ-কৃষি সরকারি জমি অগ্রাধিকার পাবে। অবৈধ দখলদারদের উপস্থিতি থাকতে পারে। বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অর্থ প্রদান করা হবে।
প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা গঠন	জেন্ডার ইস্যুর ওপর আলোকপাত করার প্রয়োজন হবে। জেন্ডার বিষয়ে কাজ করার জন্য বেশ কিছু নারী বিশেষজ্ঞকে প্রশিক্ষিত করা আবশ্যক। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর কমপক্ষে ১০% যারা নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবসায় জড়িত তাদের মনোয়ন প্রদান করা হবে। সরকারি/বেসরকারি/এনজিও/বেসরকারি খাতে নিয়োজিত নারী কর্মীরা নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে প্রশিক্ষণ লাভ করার সমান সুযোগ পাবে।

প্রায় ১৬ কোটি জনসংখ্যা এবং প্রায় ১ লাখ ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটারের ভূমি এলাকা নিয়ে বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। জনসংখ্যার ৮৫% এর বেশি বাঙালি মুসলিম; অবশিষ্ট ১৫% হিন্দু, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ১% এর কম (৩০ লাখ) জনসংখ্যা হচ্ছে জাতিগত ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর সদস্য যারা প্রধানত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে (সিএইচটি) এবং ময়মনসিংহ, সিলেট, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে । বাংলাদেশের ২৮ জেলায় বসবাসরত ৪৫ টি স্বতন্ত্র জাতি গোষ্ঠী রয়েছে। ৪৫ টি উপজাতিদের মধ্যে ১৩ টি পার্বত্য চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় বসবাস করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৩ টি উপজাতি গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয়, নির্দিষ্ট জাতিগত পটভূমি, ভিন্ন ভাষা এবং স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। বৃহত্তম গোষ্ঠীগুলো হচ্ছে চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা। তারা তাদের সামাজিক সংগঠন, বিয়ের প্রথা-নীতি, জন্ম ও মৃত্যুকালীন আচার, খাদ্য ও অন্যান্য সামাজিক রীতি দেশের অন্যান্য গোষ্ঠীর চেয়ে আলাদা। অন্যান্য ৩২ টি জাতি গোষ্ঠী ২৫ টি জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। যদিও বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় সাঁওতাল এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলায় গারো গোষ্ঠীর জনসংখ্যার ঘনত্ব রয়েছে। তাদের আর্থ-সামাজিক সূচকগুলো সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে। জাতিগত এই গোষ্ঠীগুলো মূলত তিব্বতি-বার্মান ভাষায় কথা বলে।

সর্বত্রই উপজাতি জনগোষ্ঠী সাধারণত মূলধারার জনগণের তুলনায় দরিদ্র। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশিরভাগ উপজাতি মানুষ দূরবর্তী পাহাড় ও উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে থাকে যেখানে যাওয়া বেশ কঠিন। দেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয় এমন ঐতিহ্যগত/প্রথার মেয়াদে তারা এখনও জীবনযাত্রা ও জীবিকার জন্য জমি ব্যবহার করে। তারা যেসব এলাকায় বসবাস করে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে সাধারণত মৌলিক অবকাঠামো দুর্বল; যেমন সড়ক, বিদ্যালয়, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা অপ্রতুল এবং সেখানে জলবায়ু বিষয়ক পণ্য এবং এর সুবিধাগুলোর সম্পর্কে জ্ঞান সামান্য।

টিপিএফ বিশ্বব্যাংকের পরিচালন নীতি ৪.১০ ভিত্তিক এবং ক্ষুদ্র জাতিগত গোষ্ঠীর জনসংখ্যার উপস্থিতি সহ সকল প্রকল্প এলাকার জন্য প্রযোজ্য। টিপিএফ এর মূল উদ্দেশ্য হল:

- প্রকল্প কার্যক্রম হস্তক্ষেপগুলো নিশ্চিত করা, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর বা অন্যান্য দুস্থ গোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি নীতিগুলো সমুন্নত রাখা।
- স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে যথাযথ বিবেচিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিনামূল্যে, আগাম ও তথ্যপূর্ণ পরামর্শ করে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীকে প্রকল্পটিতে সম্পৃক্ত করণে নিশ্চিত করবে এবং আরো নিশ্চিত করবে যে, উপ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণে তাদের অংশগ্রহণে পুরো প্রক্রিয়া অর্থপূর্ণ হবে।
- এটি নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্পটি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী/অন্যান্য দুস্থ গোষ্ঠী এবং 'মূলধারার' কমিউনিটির মধ্যে অযৌক্তিকভাবে প্রতিকুল নেতৃত্ব দেয় না; অক্ষমতায়ন প্ররোচিত করে না, কিংবা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি করে না।
- ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী পরিবারগুলো এবং তাদের জীবিকার ওপর যেকোন ধরণের প্রতিকূল প্রভাব এড়িয়ে চলা, কমিয়ে আনা বা প্রশমন করা।
- প্রকল্পের সকল পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর(মহিলা ও পুরুষ) সাথে তথ্য বিনিময়, যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথাযথ কৌশল গ্রহন করা।
- প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী এবং অন্যান্য দুস্থ গোষ্ঠীর জন্য প্রকল্প সুবিধা ও বিনিয়োগ সমানভাবে প্রদান নিশ্চিত করণ।

ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা কম হওয়ায় তারা তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রার প্রয়োজনেই তাদের স্থানীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর উপস্থিতি কম বিবেচনায় নিয়েই টিপিএফ সামগ্রিক প্রকল্প পরিকল্পনা করবে। নিম্নলিখিত মানদণ্ড ব্যবহার করে বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়নে টিপিএফ এর প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হবে:

- কাঙ্খিত প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র জাতিগত গোষ্ঠী এবং অন্যান্য দুস্থ গোষ্ঠীর উপস্থিতি।
- সাধারণ এলাকা এবং চারণভূমির জমি সহ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার এবং প্রবেশাধিকারের প্রথাগত অধিকারগুলোর ওপর প্রতিকূল প্রভাব।
- ক্ষুদ্র জাতিগত গোষ্ঠী বা অন্যান্য উপ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব।
- বিভিন্ন প্রভাব যা উপজাতীয় জ্ঞান এবং প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করতে পারে।
- প্রকল্প হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী এবং অন্যান্য দুস্থ গোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড় পরামর্শ।

৩. উপজাতি লোকজনের সংজ্ঞা

কোন একক সংজ্ঞা উপজাতি জনগণের বৈচিত্র্যকে ধারণ করতে পারে না, কারণ তাদেরকে বিভিন্ন ও পরিবর্তিনশীল প্রেক্ষাপটে পাওয়া যায়। তাই, প্রকল্পটি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করে বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় উপজাতি লোকদের চিহ্নিত করতে বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের নির্দেশিকাগুলো ব্যবহার করবে।

- একটি স্বতন্ত্র উপজাতি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে নিজস্ব-পরিচয় এবং অন্যদের দ্বারা এই পরিচয়ের স্বীকৃতি;
- প্রকল্প এলাকা ভৌগোলিকভাবে স্বতন্ত্র বাসস্থান বা পূর্বপুরুষের অধ্যুষিত অঞ্চল এবং এসব বাসস্থান ও ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর সঙ্গে তাদের সম্মিলিত সম্পৃক্ততা;
- প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা মূল ধারার সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা; এবং
- একটি উপজাতি ভাষা, যা প্রায় ক্ষেত্রে দেশের বা অঞ্চলের সরকারী ভাষা থেকে আলাদা।

কোন একটি গোষ্ঠী যা জোরপূর্বক পৃথকীকরণের কারণে প্রকল্প এলাকায় ভৌগোলিকভাবে স্বতন্ত্র আবাস বা পূর্বপুরুষদের অধ্যুষিত অঞ্চলে যৌথ সম্পৃক্ততা হারিয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতির আওতায় বিবেচ্য। নিচের তালিকায় দেশের ২৮ জেলায় বসবাসরত ৪৫টি আদিবাসী গোষ্ঠীর অবস্থান দেখানো হয়েছে।

সারণী ০২: বাংলাদেশে উপজাতিদের অবস্থান

ক্রমিক নং	*অবস্থান*	*উপজাতি সম্প্রদায়*
১.	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলা	কোচ, বর্মণ, দালু, হোদি, বানাই, রাজবাংশী, গারো, হাজং
২.	গাজীপুর	বর্মন, গারো, কোচ
৩.	পটুয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজার জেলা	রাখাইন
৪.	বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা	চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বৌম, পাংখু, লুসাই, তঞ্চঙ্গিয়া, খিয়াং, ম্রু, আসাম, গোরখা, চাক,খুমী
৫.	সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ জেলা	মনিপুরি, খাসিয়া, গারো, হাজং, পেট্রো, খাসিয়া, সাঁওতাল, ওরাওঁ
৬.	যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা	বাগদী, রাজবংশী, সাঁওতাল
৭.	রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, নওগাঁ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর জেলা	মুন্ডা, মালো, মহালী, খোন্দ, বেদিয়া, ভুমিজ, কোল, ভিল, কর্মকার, মাহাতো, মুরিয়ার, মুশহর, পাহান, পাহাড়িয়া, রাই, সিং, তুরি, সাঁওতাল, ওরাওঁ

৪. প্রকল্পের প্রভাব:

প্রকল্প সরাসরি কোনো উপজাতি গোষ্ঠীর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। এটি নিশ্চিত করবে যে, প্রকল্পের নানা উদ্যোগের কারণে কোন উপজাতি মানুষ স্থানচ্যুত হবে না বা জীবিকা হারাবে না। প্রকল্প থেকে উপজাতি লোকজন উপকৃত হবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। তাছাড়া প্রকল্প চক্রের সকল পর্যায়ে উপজাতি জনগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

৫. প্রতিকার ব্যবস্থা:

যেখানে উপজাতীয় জনগণের উপস্থিতি রয়েছে সেখানে কোন ভৌত কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হবে না। যদি কোন ভৌত কর্মকাণ্ড উপজাতি ব্যক্তি/পরিবারের উপর প্রভাব ফেলে বা অবদান রাখার বিনিময়ে ব্যক্তিগত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয়, সেক্ষেত্রে স্রেডা প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে/ কমিয়ে আনতে যথাযথ প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করবে:

- প্রতিকূল প্রভাবগুলো হ্রাস করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্রেডা সর্বদা সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল উপজাতি ব্যক্তি/পরিবারগুলোর ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।
- যেখানে প্রতিকূল প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে স্রেডা নিশ্চিত করবে যে, সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নিয়ে তাদেরকে পুনর্বাসিত করবে।
- স্রেডা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি লোকজনের সাথে অবশ্যই সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে।
- সরকারি ভূমি ব্যবহারকারীদের স্থানচ্যুতি অপরিহার্য হলে, স্রেডা আশেপাশে সহজলভ্য সরকারি জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে পুনর্বাসিত করতে সহায়তা দিবে।

- স্রেডা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারের সদস্যদের স্থানান্তর ও তাদের বাড়িগুলো পুনর্নির্মাণ করার জন্য আর্থিক ও নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে সহায়তা প্রদান করতে উপজাতি জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করবে ।

- ব্যবসা যেমন সড়কের পাশের ছোট আকারের দোকানপাট স্থানান্তর করা অপরিহার্য হলে, স্রেডা কমিউনিটির সহায়তায় সেগুলো কাছাকাছি স্থানে স্থানান্তরিত করবে এবং নিশ্চিত করবে যে, তাদের ব্যবসা অব্যাহত থাকবে এবং তারা তাদের আয় হারাবে না।

- স্বেচ্ছাসেবী অবদান থেকে যেখানে ব্যক্তিগত জমি পাওয়া যাবে না, সেখানে শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিনিময়ে জমি অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

৬. ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া:

কোন ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি ব্যক্তির (যদি থাকে) অগ্রাধিকারের ওপর নির্ভর করে, স্রেডা ও সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদানের জন্য আর্থিক ও সামগ্রী ভিত্তিক সহায়তা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। স্রেডা যথাসময়ে একটি স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সম্মত ক্ষতিপূরণ/সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে। নিম্নোক্ত নীতি অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে:

- একই উৎপাদনশীল মানের সমান পরিমাণ ভূমির প্রতিস্থাপন খরচ।

- একই সামগ্রীতে তৈরী ভবনের বর্তমান মূল্যে বাড়ির/কাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচ, পাশাপাশি তা নির্মাণের জন্য শ্রমের বর্তমান খরচ। ক্ষতিপূরণের হিসাব করার সময় অবচয় এবং ভবনে ব্যবহৃত সামগ্রীর মূল্য কেটে নেয়া হবে না।

- কেটে ফেলা গাছের বর্তমান বাজার মূল্য (মালিকদের না কেটে ফেলা গাছের মালিকানা থাকবে)।

- অন্যান্য গ্রহণযোগ্য ক্ষতিপূরণ।

- ক্ষতিপূরণ নগদে জনসাধারণের সামনে পরিশোধ করা হবে।

ভূমির ধরণ, উৎপাদনশীল গুণমান এবং প্রবেশাধিকার অনুসারে একই বা সংলগ্ন এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ের অধিকাংশ লেনদেনের ভিত্তিতে ভূমির প্রতিস্থাপন মূল্য যৌথভাবে স্রেডা , সুবিধাভোগী উপজাতি গোষ্ঠী, এবং ভূমি মালিকরা নির্ধারণ করবে। অন্যান্য সম্পত্তি যেমন ভবন সামগ্রী, গাছ ইত্যাদির বর্তমান মূল্য স্থানীয় বাজার মূল্য অনুসারে নির্ধারণ করা হবে।

স্রেডা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারের উপর প্রতিকুল প্রভাব তাদের সম্মতিতে প্রতিকার ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়ন করা সম্মত পদক্ষেপগুলো কার্যকর করার যাচাইযোগ্য প্রমাণ নথিবদ্ধ করবে। প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রতিকার; ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের জন্য অবদান; এবং সরকারি বেসরকারি ভূমির জন্য ক্ষতিপূরণের শিডিউল পরিশিষ্ট ১, ২, ৩, ৪, ৫, এবং ৬ এ দেয়া হয়েছে।

৭. ভিত্তি রেখা শর্তাবলী:

প্রকল্প পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় প্রকল্প এলাকার সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিচিতি এবং ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর সম্পদের উপর নির্ভরশীলতার বিষয়ে একটি ভিত্তি রেখা অন্তর্ভুক্ত থাকবে; পাশাপাশি সেখানে বসবাবসকারী ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য- যেমন কমিউনিটির সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও প্রথায় অংশগ্রহণ এবং ভাষা ও সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ভিত্তিরেখার অংশ হিসেবে পরামর্শের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রধান বিষয়গুলোর প্রকল্প উদ্যোগের প্রেক্ষিতে সারসংক্ষেপ করা হবে। ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী বিদ্যমান থাকলে প্রতিটি উপ-প্রকল্প পরিকল্পনায় ভিত্তিরেখা অনুযায়ী তাদের প্রেক্ষিত পৃথক বিভাগ থাকবে। টিপিপি প্রণয়নকালে এই ভিত্তি রেখা ব্যবহার করা হবে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে:

- ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং তাদের সনাক্তকরণের সঙ্গে কমিউনিটির তালিকা (ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর নাম, অন্যান্য প্রান্তিক সামাজিক গোষ্ঠীর নাম, যদি থাকে);

- সকল ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর এবং অন্যান্য প্রান্তিক পরিবারের কমিউনিটি ভিত্তিক তালিকা;
- ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী, প্রান্তিক গোষ্ঠী/পরিবার এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর কমিউনিটি ভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিচয় (পেশা, জমির মালিকানা, ঋণের অবস্থা, ইত্যাদি);
- জাতিগত গোষ্ঠীতে বিদ্যমান যে কোনো প্রথাগত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের বিবরণ।

পরিকল্পনা পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে এবং টিপিপি রিপোর্টে উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর মূল বিষগুলোর সার সংক্ষেপ তৈরী করা হবে।

৮. জাতিগত সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ:

যেসব উপ-প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর লোকজন থাকবে সেখানে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী ও অন্যান্য দুস্থ সম্প্রদায়, সিবিও, এনজিও, এবং ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানের (যদি থাকে) সঙ্গে অবাধ, আগাম এবং তথ্যপূর্ণ পরামর্শ করা হবে। সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সময় এই অবাধ, আগাম ও তথ্যপূর্ণ পরামর্শগুলো করা হবে এবং তাদের বৃহৎ কমিউনিটির সহায়তার বিষয়গুলো নথিভুক্ত করা হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে:

- উপ-প্রকল্প প্রস্তুতি পর্যায়ে এই ধরণের গোষ্ঠী চিহ্নিতকরণে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর সাথে পৃথক আলোচনার আয়োজন করা হবে। স্রেডা এবং আরএপি বাস্তবায়ন সংস্থা এই কার্যক্রম পরিচালনা করবে;
- যেখানে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর জনগণ সংখ্যালঘু, সেখানে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর নারী ও পুরুষ, নেতৃবৃন্দ, এনজিও এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সাথে সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ও কৌশল সনাক্ত করতে হবে যাতে প্রকল্পের প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য উদ্যোগ এবং প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধায় ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যায়।
- পরিকল্পনা পর্যায়ে তথ্য বিনিময় ও পরামর্শের জন্য ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে পাক্ষিক সভা করতে হবে;
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে মাসিক বৈঠক করতে হবে;
- স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগ করে উপ-প্রকল্পের সকল উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি সময়মত ও রুটিন মাফিক প্রকাশনার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে যাতে প্রকল্পটি স্থানীয় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রকল্পের উদ্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

৯. *সৰমতা* গঠন

- প্রকল্পটি উপজাতি সম্প্রদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রদান করবে এবং নিশ্চিত করবে যে, তারা ওএইচএস সংশ্লিষ্ট বিপদ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য জানতে এবং প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- এসআরডিএডিএ এবং আরএপি বাস্তবায়ন সংস্থা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপজাতিজনগণকে দলগত ও শক্তিশালীকরণের জন্য সংগঠিত করবে। অনুরূপভাবে, স্থানীয় জাতি গোষ্ঠীর নারীসহ সক্ষম সদস্যরা সংশ্লিষ্ট সংস্থার দ্বারা তথ্য প্রচারের কাজে অংশ নিবে, প্রকল্প কার্যক্রম ও অবদানমূলক কার্যক্রমের জন্য সুবিধাভোগী দল তৈরী করবে।
- উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক সমন্বয় , তথ্য প্রচারণা ও দক্ষতা উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করবে।

- প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে দুস্থ গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিত্ব এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রকল্পের পরিষেবাগুলো পেতে তাদের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। এই গোষ্ঠীগুলোর দক্ষতা অর্জন এবং অন্যান্য সুবিধা যেমন আয় সংস্থান, দুর্যোগ নিরসনে দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদির পর্যাপ্ত সুযোগ পাবে।
- স্থানীয় গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা স্থানীয় পরামর্শমূলক সংগঠনকে আরও টেকসই পদ্ধতিতে প্রকল্প সুবিধা উন্নত করতে জোরদার করবে। এটি বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে এবং বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে দরকারী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে।
- ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী সহ বিভিন্ন দুস্থ গোষ্ঠীর সংবেদনশীলতা মোকাবেলার সময় প্রশমন ব্যবস্থা অগ্রাধিকার পাবে।
- প্রধান প্রকল্প উপাদান, উপ-উপাদান, কার্যক্রম, যোগ্যতা এবং নির্বাচন মানদণ্ড, অংশীদারদের সম্পৃক্তকরণ, প্রকল্পের অবদান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কাঙ্খিত সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর কাছে তথ্য প্রচারের জন্য পিএমইউ সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হবে।

১০. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

যেখানে প্রাসঙ্গিক এবং ঐতিহ্যগত প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে, সেখানে ক্ষুদ্র জাতিগত ও দুস্থ গোষ্ঠীর চাহিদাগুলো মোকাবেলার জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম) সমন্বয় করা হবে। এ ছাড়া, যেখানে ক্ষুদ্র জাতিগত ও দুস্থ গোষ্ঠীর লোকজন সংখ্যায় বেশী রয়েছে, সেখানে অভিযোগ প্রতিকার কমিটিতে ক্ষুদ্র জাতিগত ও দুস্থ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা হবে পুনর্বাসন নীতি কাঠামো অনুসারে।

১১. মনিটরিং এবং রিপোর্টিং

টিপিপি সম্পর্কিত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে পিএমইউ। বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় পিএমইউ জাতিগত বিচ্ছিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করবে। স্রেডা নিয়মিত জাতিগত প্রকল্পের ফলাফল এবং প্রভাব সূচক বিশ্লেষণ করবে। জাতিগত বিচ্ছিন্ন উপাত্ত সংগ্রহের জন্য স্রেডা একজন জেন্ডার ও টিপি বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করতে পারে এবং যে নিশ্চিত করবে, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের উপর পর্যবেক্ষণের প্রভাব সূচকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী তাদের কার্যক্রমের সাফল্য ও নীতিমালা অনুসরণ পর্যালোচনা করার জন্য পিএমইউ বিশ্বব্যাংককে যে কোন সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ করবে।

১২. বিশেষ ব্যবস্থা

আদিবাসী জনগোষ্ঠী, উপজাতি জনগণ, সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠী, নারী এবং ক্ষমতাহীন সম্প্রদায়সহ দুস্থ গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিচের টেবিলে বর্ণিত হয়েছে। প্রস্তাবিত কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অর্থের উৎস এবং দায়িত্বশীল সংস্থাগুলোর বিবরণ নীচের সারণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণী ০৩: টিপিপি এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

প্রস্তাবিত কৌশল	*অর্থের উৎস*	*দায়িত্বশীল সংস্থা*
ক. অন্তর্ভুক্তি		
• অংশগ্রহণকারীদের সচেতনতা ক্যাম্পেইন, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করন • বাস্তবায়নকালে একই কাজের জন্য সম মজুরি নিশ্চিত করন • প্রকল্প এবং উপ-প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে কাঙ্খিত গোষ্ঠীগুলোকে জানাতে প্রকল্প তথ্য প্রচারণা শুরু	প্রকল্প	পিএমইউ
খ. প্রকল্প পরিকল্পনা		

প্রস্তাবিত কৌশল	*অর্থের উৎস*	*দায়িত্বশীল সংস্থা*
• প্রকল্প এলাকায় উপজাতি লোকজন ও অন্যান্য দুস্থ গোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার ও উপস্থিতি বিশ্লেষণ • কথা বলা কিংবা সহায়তার ক্ষেত্রে উপজাতি ও দুস্থ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার • প্রকল্পের পরিকল্পনার পর্যায়ে উপজাতি লোকদের সম্পৃক্ত করন	প্রকল্প	পিএমইউ/স্রেডা
গ. *সৰমতা* গঠন		
• প্রকল্পে উপজাতি ও দুস্থ গোষ্ঠীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে তাদের এলাকায় প্রকল্প সম্পর্কিত মিটিং পরিচালনা। কোরাম নিশ্চিত করতে হবে যাতে উপজাতি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকে • উপ-প্রকল্পে জীবিকা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য দুস্থ গোষ্ঠীগুলোর জন্য কাঙ্খিত সহায়তা/প্রশিক্ষণ প্রদান • প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা ক্যাম্পেইন • ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা গঠন • উপ-প্রকল্প কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপজাতি জনগণ ও অন্যান্য দুস্থ গোষ্ঠীর সক্ষমতা গঠন	প্রকল্প	স্রেডা এবং পিএমইউ

১৩. *টিপিএফ এবং টিপিপি* প্রকাশ

১. স্রেডা তার ওয়েবসাইটে বাংলায় সারসংক্ষেপ সহ টিপএফ এবং টিপিপিকে প্রকাশ করবে এবং তাদের হার্ড কপি সদর দপ্তরে ও অন্যান্য স্থানে (যেমন ইউনিয়ন পরিষদ ও প্রকল্প অফিসে) সংরক্ষণ করবে যা জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য থাকবে।

পরিশিষ্ট -১: জাতিগত সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক সুরক্ষা স্ক্রীনিং

প্রকল্প সম্প্রসারণকারী এবং পরামর্শদাতাদের দ্বারা যৌথভাবে প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য পূরণ করতে হবে। যেখানে বেসরকারি জমি অধিগ্রহণ করতে হবে বা সরকারী ভূমি অনুমোদিত ও অননুমোদিত ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে গ্রহন করতে হবে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আদমশুমারি এবং ক্ষতির তালিকা তৈরী করতে হবে।

ক. পরিচিতি

১. এলাকার নাম: .... ওয়ার্ড নং / ইউনিয়নের নাম:

জেলা / উপজেলা / শহরের নাম: .... ।

২. প্রকল্পের অংশ:..... ....

৩. ভৌত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: .....

৪. স্ক্রীনিং করার তারিখ : .....

খ. স্ক্রীনিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

৫. উপ-প্রকল্পটি পরীক্ষা করে এমন পরামর্শদাতার প্রতিনিধির নাম :

৬. স্ক্রীনিং অংশগ্রহণকারী প্রকল্প কর্মকর্তাদের নাম:

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং সম্প্রদায়ের সদস্য ও সংগঠনগুলো স্ক্রীনিংয়ে অংশগ্রহন করেছেন। প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনার প্রস্তুতির সময় সম্প্রদায়ের নির্বাচন এবং তাদের চিহ্নিত করার অন্য কোন তথ্য অনুসারে তাদের নাম ও ঠিকানার তালিকা পৃথক পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করতে হবে।

৮. ক্ষতিগ্রস্ত/উপকৃত হবে এমন ব্যক্তিরা স্ক্রীনিংয়ে অংশগ্রহন করেছেন: প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনার প্রস্তুতির সময় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তাদের চিহ্নিত করার অন্য কোন তথ্য অনুসারে সম্প্রদায়ের নির্বাচনের ভিত্তিতে তাদের নাম, ঠিকানা আলাদা পৃষ্ঠায় তালিকাভুক্ত করুন।

গ. জমির চাহিদা এবং মালিকানা

৯. এই চুক্তি অনুযায়ী কাঙ্খিত কাজ সম্পাদনের জন্য কি অতিরিক্ত জমির* দরকার হবে?

[] হ্যাঁ [] না (* 'অতিরিক্ত জমি অর্থ হচ্ছে বিদ্যমান ভূমির বাইরের কোন ভূমি)

১০. উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, প্রয়োজনীয় জমিটি বর্তমানে কার মালিকানায় রয়েছে (যা প্রযোজ্য তা উল্লেখ করুন):

[] বেসরকারি নাগরিক [] সরকার - খাস এবং অন্যান্য জিওবি সংস্থা

[] অন্যান্য (উল্লেখ করুন):

ঘ। ভূমির বর্তমান ব্যবহার এবং সম্ভাব্য প্রভাব

১১. প্রয়োজনীয় জমি বেসরকারি নাগরিকদের হাতে থাকলে, বর্তমানে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে

(প্রযোজ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুন):

[] কৃষি জমি ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা #: .....

[] আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বসবাসরত পরিবারের সংখ্যা #:

[] বাণিজ্যিক ব্যবহার ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা #: .....দোকানের সংখ্যা #: .....

[] অন্যান্য ব্যবহার (উল্লেখ করুন): .. ..অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সংখ্যা #: ...

১২. প্রয়োজনীয় জমি সরকারি সংস্থার হলে, বর্তমানে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে: (প্রযোজ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুন):

[] কৃষি # জমি ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা #: ....

[] আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বসবাসরত পরিবারের সংখ্যা #:

[] বাণিজ্যিক ব্যবহার ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা #: ..... দোকানের সংখ্যা #:

[] অন্যান্য ব্যবহার (উল্লেখ করুন): .....অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সংখ্যা # ....

১৩. বর্তমানে ব্যবহারকারী কতজনের সঙ্গে সরকারী সংস্থাগুলোর ইজারা চুক্তি রয়েছে?

....

১৪. বেসরকারি জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন বেসরকারি বাড়িঘরের সংখ্যা:

সম্পূণরূপে, স্থানান্তর প্রয়োজন: .... আংশিকভাবে, কিন্তু এখনও বর্তমান বাসস্থানে বসবাস করতে পারেন: .....

১৫. বেসরকারি জমিতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন ব্যবসা স্থাপনা/ভবনের সংখ্যাঃ ....

সম্পূর্ণরূপে এবং স্থানান্তর প্রয়োজনঃ .... এগুলোর মধ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা #ঃ ... .

আংশিকভাবে, কিন্তু এখনও প্রাঙ্গনে ব্যবহার করতে পারছেনঃ ... . এগুলোর মধ্যে ব্যবসায় স্থাপনার সংখ্যা #... ...।

১৬. সরকারি ভূমিতে অবস্থিত আবাসিক বসতবাড়ি যেগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হবে .....

সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত এবং স্থানান্তর প্রয়োজন হবেঃ এসব কাঠামোর সংখ্যা #ঃ .....

ইট, আরসিসি, এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল এবং টেকসই উপকরণ দিয়ে নির্মিত কাঠামোর সংখ্যা # .....

সস্তা উপকরণ (বাঁশ, জিআই শীট, ইত্যাদি) দিয়ে নির্মিত কাঠামোর সংখ্যা #.....

আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু এখনও বর্তমান বাসস্থানে বসবাস করতে পারেনঃ # কাঠামোর সংখ্যাঃ .....ইট, আরসিসি, এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল এবং টেকসই উপকরণ দিয়ে নির্মিত কাঠামোর সংখ্যা # .....

সস্তা উপকরণ (বাঁশ, জিআই শীট ইত্যাদি) দিয়ে নির্মিত কাঠামোর সংখ্যা #ঃ ..

১৭. সরকারি স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন ব্যবসায় স্থাপনার সংখ্যা #ঃ

সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত এবং স্থানান্তর প্রয়োজন হবেঃ

এসব কাঠামোর সংখ্যা #ঃ .....।

এই কাঠামোতে ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা #ঃ .....

বর্তমানে উল্লেখিত ব্যবসায় প্রতষ্ঠানগালেতে নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা #ঃ .....

ইট, আরসিসি, এবং অন্যান্য টেকসই উপকরণ দিয়ে নির্মিত এসব কাঠামোর সংখ্যা # .....

সস্তা উপকরণ (বাঁশ, জিআই শীট ইত্যাদি) দিয়ে নির্মিত কাঠামোর সংখ্যা #ঃ .....

আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু এখনও বর্তমান প্রাঙ্গনে থাকতে পারেঃ

এসব কাঠামোর সংখ্যা #ঃ ... .

এসব কাঠামোতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা #ঃ .....

বর্তমানে এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সংখ্যা #ঃ .....

ইট, আরসিসি, এবং অন্যান্য টেকসই উপকরণ দিয়ে নির্মিত এসব কাঠামোর সংখ্যা #ঃ .....

সস্তা উপকরণ (বাঁশ, জিআই শীট ইত্যাদি) দিয়ে নির্মিত কাঠামোর সংখ্যা #ঃ .....

১৮. ব্যবসায়/বাণিজ্য কার্যক্রম যা প্রকল্প এলাকায় অস্থায়ী কাঠামোতে স্থানান্তরিত করতে হবেঃ ....

১৯. প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজ কি কোনও সম্প্রদায়ের জীবিকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এমন কোন সম্পদের অধিকার পাওয়ার সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত করে?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

২০. উত্তর 'হ্যাঁ হলে, সম্পদের বিবরণ দিনঃ

২১. প্রস্তাবিত কাজ কি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা যেমন স্কুল, কবরস্থান, মসজিদ, মন্দির, বা অন্যান্য সামাজিক স্থাপনার কোন ক্ষতি করে?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

২২. উত্তর 'হ্যাঁ' হলে, স্থাপনাগুলোর বিবরণ দিন: .....।

২৩. এসব প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়নি এমন অন্য কোন প্রভাব থাকলে বর্ণনা করুন?

২৪. অতিরিক্ত জমি ব্যবহার হ্রাস করতে বা এড়াতে অন্যান্য বিকল্প, যদি থাকে, তবে বর্ণনা করুন:

ঙ। ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর বাসিন্দাদের সম্পর্কে আরো তথ্য

(এই স্থানটি যদি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত হয়ে থাকে তাহলে এই অংশটি অবশ্যই পূরণ করতে হবে।)

২৫. উপ-প্রকল্প এলাকাটি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত কিনা ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

যদি উত্তর না হয়, ফর্মের এই অংশটি এড়িয়ে যান।

২৬. উত্তরটি যদি হ্যাঁ হয়, তবে ভূমি অধিগ্রহণ বা প্রকল্পের অন্য কোন হস্তক্ষেপ দ্বারা কোন টিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা?

[ ] হ্যাঁ [[না

২৭. যদি ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, উপ-প্রকল্প থেকে কোন টিপি উপকৃত হতে পারে কি?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

২৮. যদি ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, উপ-প্রকল্প থেকে কোন টিপি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

যদি ২৬, ২৭ এবং ২৮ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর না হয়, তবে ফর্মের নিচের অংশগুলো বাদ দিন।

২৯. সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ টিপিসি লোকদেরকে সম্ভাব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া ও অন্যান্য তথ্যের বিষয়ে পরামর্শমূলক আলোচনা করা হয়েছে কি?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

প্রস্তাবিত কাজের বিষয়ে ব্যাপক ভিত্তিক কমিউনিটি ঐক্যমত্য হয়েছে কি?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

৩০. ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন এসইসি পরিবারের মোট সংখ্যা: .....

৩১. প্রস্তাবিত জমির ওপর সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ টিপি পরিবারগুলো নিম্নরূপ অধিকার রয়েছে:

[] আইনগত: পরিবারের সংখ্যা #: .....

[] কাস্টমারী: পরিবারের সংখ্যা #: .....

[] কোনও সরকারী সংস্থা সঙ্গে ইজারা চুক্তি: পরিবারের সংখ্যা #: ....

[] অন্যান্য (উল্লেখ করুন): .... পরিবারের সংখ্যা # ... .

৩২. প্রকল্প কি এসইসি'র কাছে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে এমন কোনও কিছুর ক্ষতি করেছে?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

৩৩. জবাব 'হ্যাঁ' হলে, বিষয়গুলোর বিবরণ:

.....

৩৪. সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত এসইসি পরিবারগুলোর তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রম হচ্ছে নিম্নরূপ:

ক। । .....

৩৫. উপ-প্রকল্পের অধীনে প্রস্তাবিত কাজের বিষয়ে এসই সম্প্রদায়/সংগঠনগুলোর ব্যক্ত করা সামাজিক উদ্বেগ: .....

৩৬. উপ-প্রকল্পের সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে এসই সম্প্রদায় ও সংগঠনগুলোর ধারণা:

[] ইতিবাচক [] নেতিবাচক [] ইতিবাচকও নয় নেতিবাচকও নয়

৩৭. স্ক্রীনিংয়ে অংশগ্রহণকারী এসই সম্প্রদায়ের সদস্যদের এবং সংস্থার নাম:

.....

৩৮. টিপি ছাড়াও পিএপি কি অন্য কোনভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন?

ক। মহিলা প্রধান পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মহিলা পুরুষ

খ। অন্যান্য মহিলা পিএপি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মহিলা পুরুষ

গ। অক্ষম পিএপি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মহিলা পুরুষ

ঘ। হিজরা পিএপি

==========

৩৯. সম্ভাব্য পুনর্বাসন / উন্নয়ন সহায়তা

সম্ভাব্য খরচের পরিমাণ কত?

প্রকল্পের পরামর্শদাতার পক্ষ থেকে, এই স্ক্রিনিং ফর্মটি পূরণ করেছেন:

নাম:.....পদবি.....

স্বাক্ষর ..... তারিখ: .....